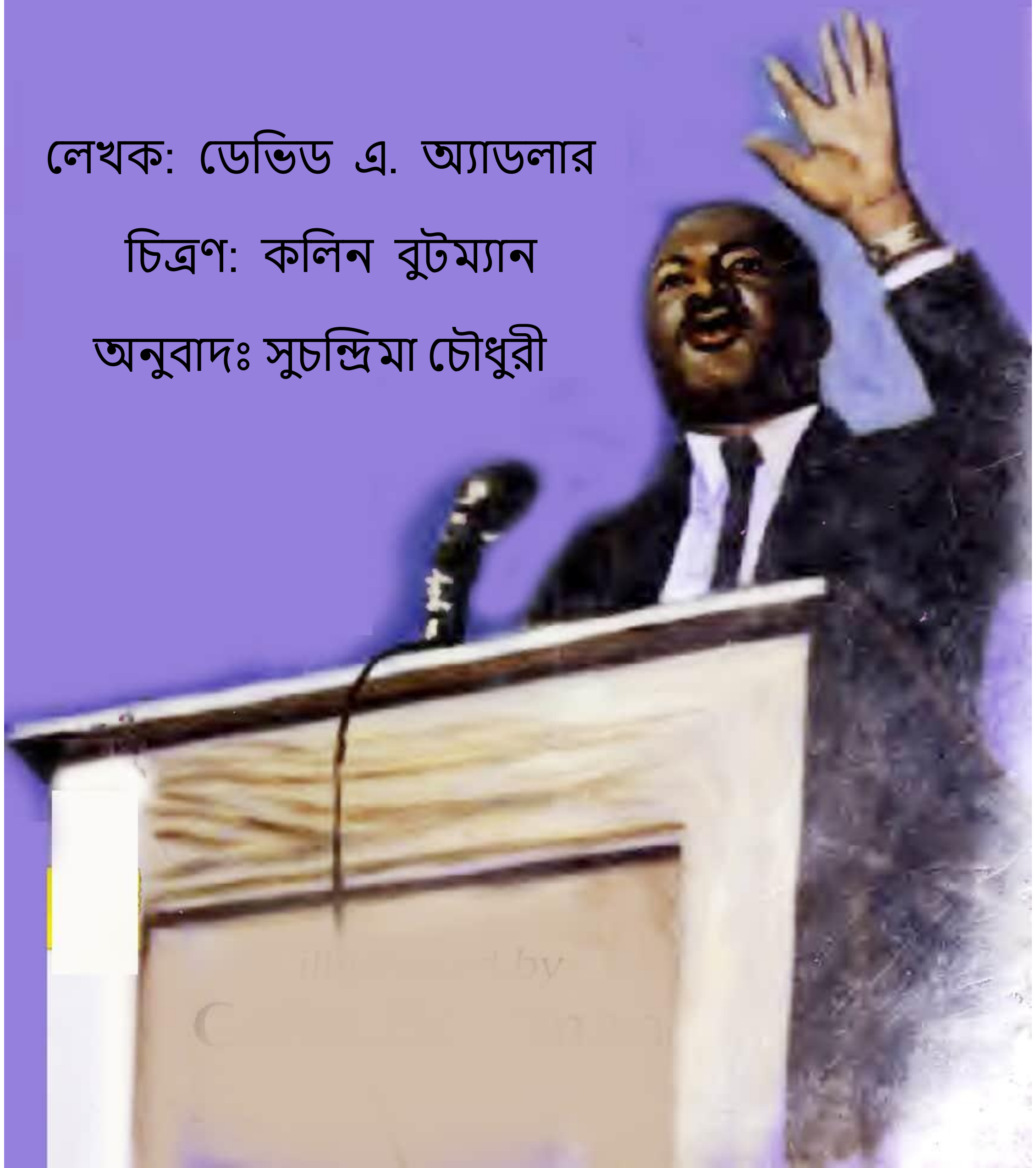
ডঃ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ।

লেখক: ডেভিড এ. অ্যাডলার

চিত্রণ: কলিন বুটম্যান

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী



ডঃ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র।

লেখক: ডেভিড এ. অ্যাডলার

চিত্রণ: কলিন বুটম্যান

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী



সূচীপত্র

১. মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র......৪

২. মার্টিনের বাবা...............১২

৩. মন্টগোমেরির বাস বয়কট............২১

৪. পরম শক্তিমান শান্তির দূত............২৯

৫. অবশেষে বিনামূল্যে.........................৪০ ||

গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি...............৪৭

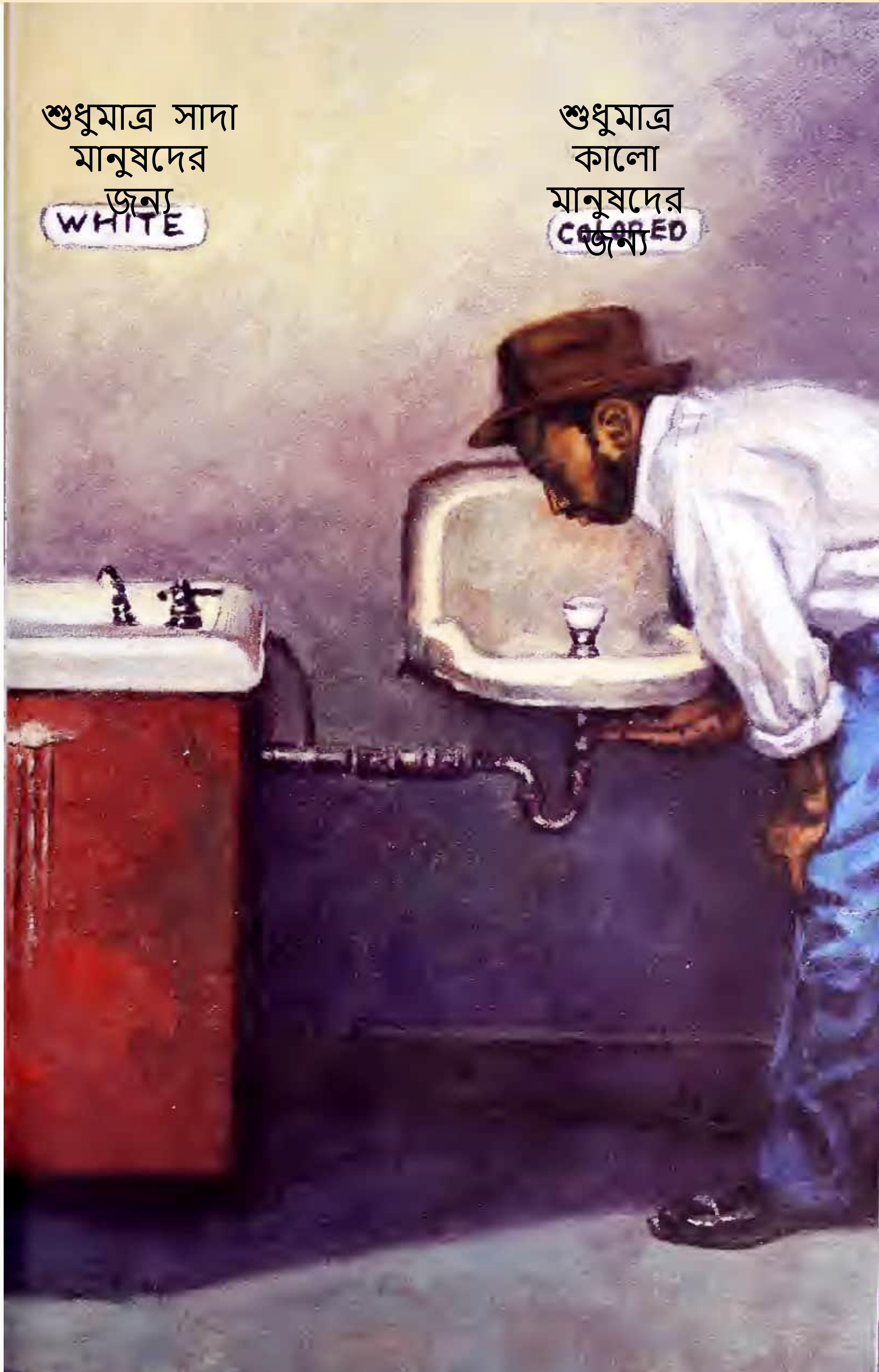
১. মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র।

মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ১৯২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি জন্মেছিলেন জর্জিয়ার আটলান্টায়। তাঁর বাবা ছিলেন একজন পুরোহিত। আর তাঁর মা ছিলেন একজন শিক্ষিকা। মার্টিন খুব দ্রুত এটা বুঝে ফেলেন যে, যেহেতু তিনি একজন আফ্রিকান-আমেরিকান, এবং তাঁর গায়ের রঙ কালো, অনেক জায়গায়ই তাঁর প্রবেশ রুদ্ধ।



আটলান্টা এবং অন্যান্য অনেক শহরে জায়গায় জায়গায় "শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গদের জন্য" লেখা থাকত। অনেক হোটেল, রেস্তোরাঁ, ট্রেন, পার্ক, সুইমিং পুল এবং স্কুল আফ্রিকান-আমেরিকানদের জন্য বন্ধ ছিল।

অনেক শহরে বাসে কৃষ্ণাঙ্গদের কেবল পিছনের সিটেই বসতে দেওয়া হত। তাদের সিনেমা হলেও বারান্দায় বসতে হত। যারা শ্বেতাঙ্গদের বাড়িতে থাকত, তাদের শুধুমাত্র পিছনের দরজা দিয়েই বাড়ির ভেতরে যাওয়া আসা করতে দেওয়া হত।





মার্টিনের বয়স যখন ছয় বছর, তখন তাকে তার দুই বন্ধুর সাথে খেলতে বারণ করা হল। এর কারণ ছিল শুধুমাত্র এই যে, মার্টিনের গায়ের রঙ কালো। আর তার বন্ধুরা ছিল সাদা।



মার্টিন বাড়ি ফিরে কাঁদতে শুরু করল। সে বুঝতে পারছিল না, কেন কিছু মানুষ তার চামড়ার রঙ নিয়ে এত বিরক্ত?

মার্টিনের মা এবং ঠাকুমা তখন তাকে মানুষে মানুষে যে কতরকমের ঘৃণা এবং বিদ্বেষ কাজ করে সেকথা বোঝাতে লাগলেন। তারা মার্টিনকে আরও বোঝালেন যে এতে মার্টিনের কোনো দোষ নেই। সে অন্য সব শিশুর মতোই ভালো।

মার্টিন পরে বলেছিলেন যে ওনারা তাঁকে "মনুস্যত্ব ও ব্যক্তিত্ববাদ" সম্পর্কেও শিক্ষা দিয়েছিলেন - যা হল একটা বিশ্বাস, যা বলে প্রতিটি মানুষই সমান গুরুত্বপূর্ণ।



২. মার্টিনের বাবা

"যদিও আইনত আমাকে হয়তো পিছনের সিটে চড়তে হবে," বাসে উঠতে উঠতে তিনি তার ছেলেকে বললেন,"কিন্তু আমার মন মানতে চায় না।"



মার্টিনের বাবা একজন শক্ত মেরুদন্ডের মানুষ ছিলেন। তিনি আফ্রিকান আমেরিকানদের সাথে যে আচরণ করা হত, তা অপছন্দ করতেন।

একবার মার্টিন তার বাবার সাথে জুতো কিনতে গিয়েছিল। সেখানে একজন বিক্রেতা তাদের দোকানের পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে অপেক্ষা করতে বলল। কিন্তু মার্টিনের বাবা তাতে রাজী হলেন না। হয় তারা আমি ঐ সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে কিনব, নাহলে কিনবই না।

তারপর তিনি মার্টিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন।



প্রতি রবিবার, মার্টিন তার বাবার সাথে গির্জায় যেত। সে তার বাবার বক্তৃতা শুনত। তার বাবার কথা এবং ভাবনা সমস্ত মানুষকে মুগ্ধ করত। মার্টিন তার মাকে বলত, "আমিও একদিন এভাবে কথা বলতে শিখব।"





মার্টিন অনেক্দূর পড়াশোনা করেন।

তিনি একজন খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। পনেরো বছর বয়সে তিনি কলেজে ভর্তি হন।

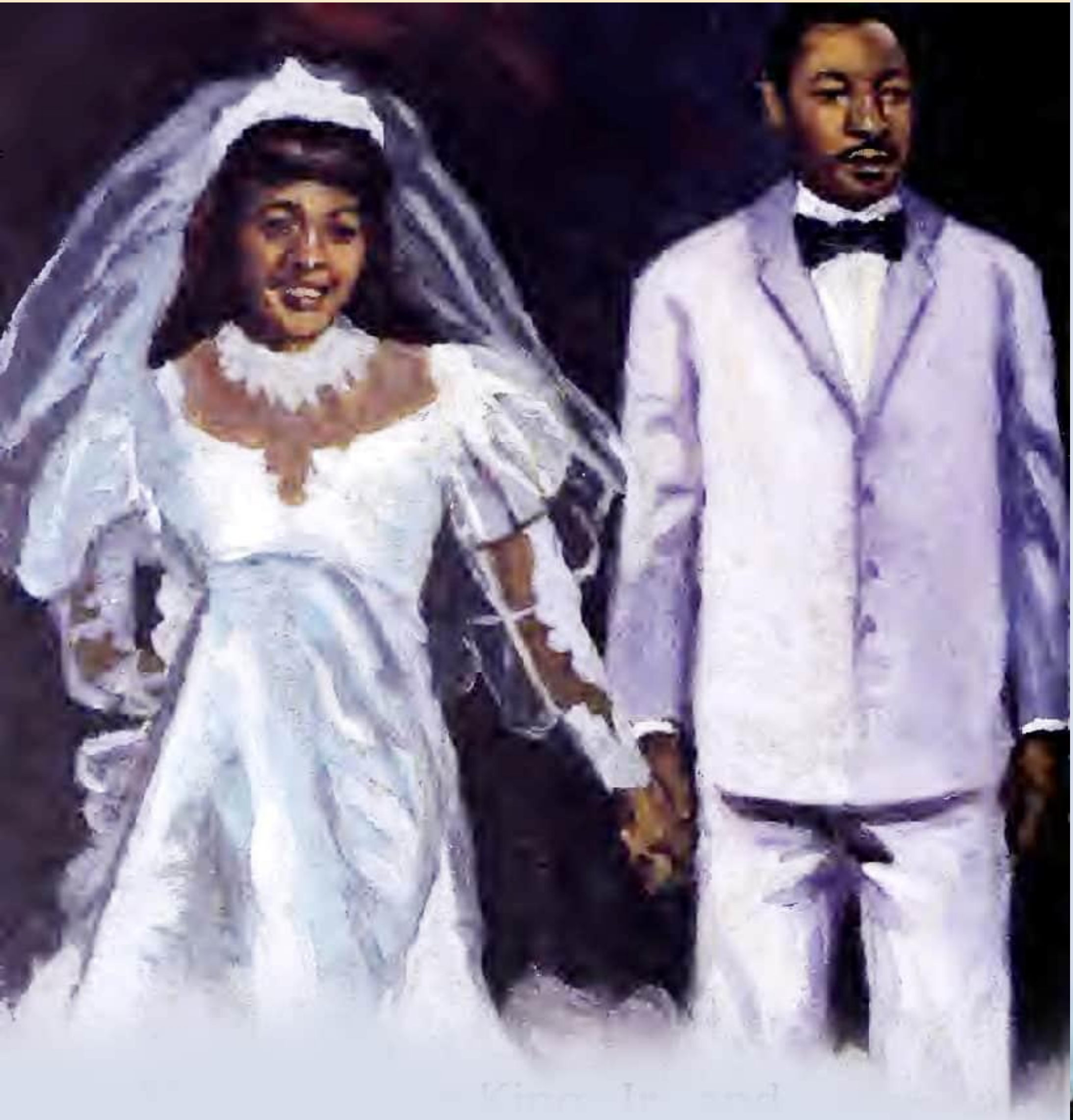
আর যখন তাঁর আঠারো বছর বয়স, তখন তিনি গির্জায় যাজক নিযুক্ত হন।

কলেজের পড়াশোনা শেষ করার পর, মার্টিন আরও পড়াশোনার জন্য বোস্টনে যান।

সেখানে তাঁর সাথে দেখা হয় কোরেটা স্কটের। তাঁরা একসাথে সিনেমা হলে যেতেন। একসাথে নাটক দেখতে যেতেন।

তাঁরা রেস্তোরাঁতেও একসাথে খাবার খেতে যেতেন। এইভাবে একে অপরকে তার সাথে কথা বলতে বলতে তাঁরা একে অপরের প্রেমে পড়ে গেলেন।





মার্টিন লুথার কিং এবং কোরেটা স্কটের বিয়ে হয় ১৯৫৩ সালের জুন মাসে।

১৯৫৪ সালে আলাবামার মন্টগোমেরিতে মার্টিন লুথার কিং মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন। এর পরের বছর, তিনি তার শিক্ষা শেষ করেন এবং ডক্টর কিং হন।

৩. মন্টগোমেরি বাস বয়কট

এক বৃহস্পতিবার, পয়লা ডিসেম্বর, আলাবামার মন্টগোমেরিতে একজন বাস চালক শ্বেতাঙ্গ যাত্রীদের জন্য জায়গা খালি করার জন্য চারজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে তাদের আসন ছেড়ে দিতে বলেন।



কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে তিনজন উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু একজন উঠলেন না। রোজা পার্কস তাঁর আসনেই বসে রইলেন, এবং এজন্য, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। সোমবার, ৫ ডিসেম্বর, বিচারক রায় দিলেন যে রোজা আইন লঙঘন করেছেন।





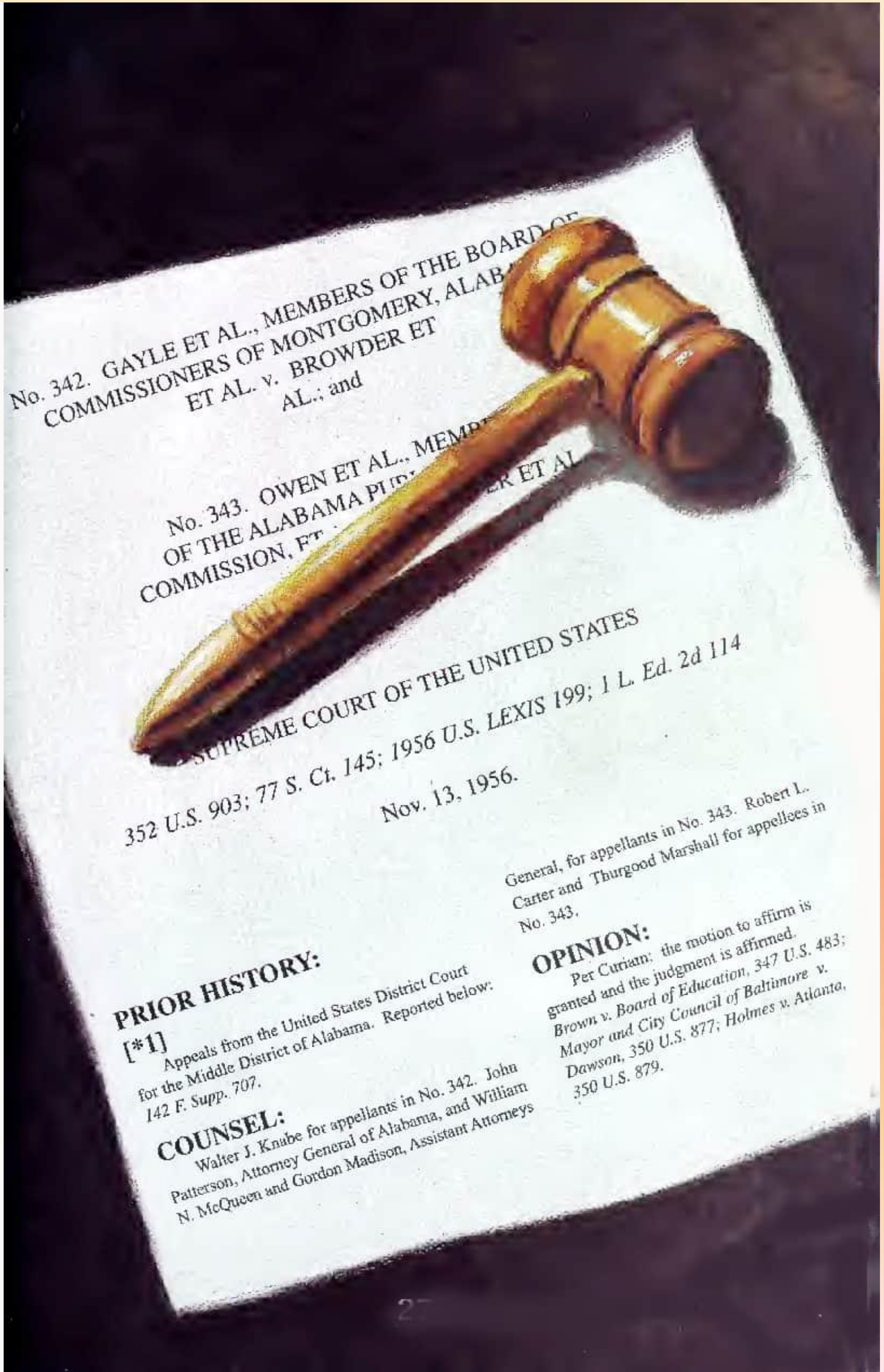
ডঃ কিং এই অন্যায্য আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করলেন।

মন্টগোমেরির কৃষ্ণাঙ্গরা বাসে চড়া বন্ধ করে দিলেন। ডঃ কিং এই বিষয়ে বিভিন্নস্থানে বক্তৃতা দিয়ে লোকেদের একত্রিত করা শুরু করলেন।

তিনিই মন্টগোমেরি বাস বয়কটের নেতৃত্বের ভার নিলেন।

ওখানে মানুষ এমনিতেই খুব রেগে ছিল। তারা যুদ্ধ করার জন্যও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ডঃ কিং বললেন, “আমাদের ঘৃণার জবাব ভালোবাসা দিয়ে দিতে হবে।"

এক বছরেরও বেশি সময় ধরে, মন্টগোমেরিতে কৃষ্ণাঙ্গরা বাস বয়কট করে। এরপর, মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে কৃষ্ণাঙ্গদের তাদের আসন শ্বেতাঙ্গদের জন্য ছেড়ে দিতে বাধ্য করা অন্যায়। এবং কৃষ্ণাঙ্গদের বাসের পিছনে বসতে বাধ্য করাও অন্যায়।



১৯৫৬ সালের ২১ ডিসেম্বর বয়কটের সমাপ্তি ঘটে। সেদিন আলাবামার মন্টগোমেরিতে , ডঃ কিং এবং রোজা পার্কস একটি পাবলিক বাসে চড়েন। তারা বাসের সামনের সীটে বসেন।



৪. পরম শক্তিমান শান্তির দূত

ডঃ কিং ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই বিশিষ্ট নেতা যিনি সকল মানুষের নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করেছিলেন।



এই অধিকারের জন্য অবস্থান ধর্মঘট করা হয়েছিল। কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত খাবারের জায়গায় বসে খাবার পরিবেশনের দাবি জানিয়েছিল ।

এরপর কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গরা একসাথেই বাসে ভ্রমণ করা শুরু করলেন, মুক্তভাবে। তারা সবাই একসাথে শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত ওয়েটিং রুমে বসত। তারা শ্বেতাঙ্গদের বিশ্রামাগার ব্যাবহার করাও শুরু করে।

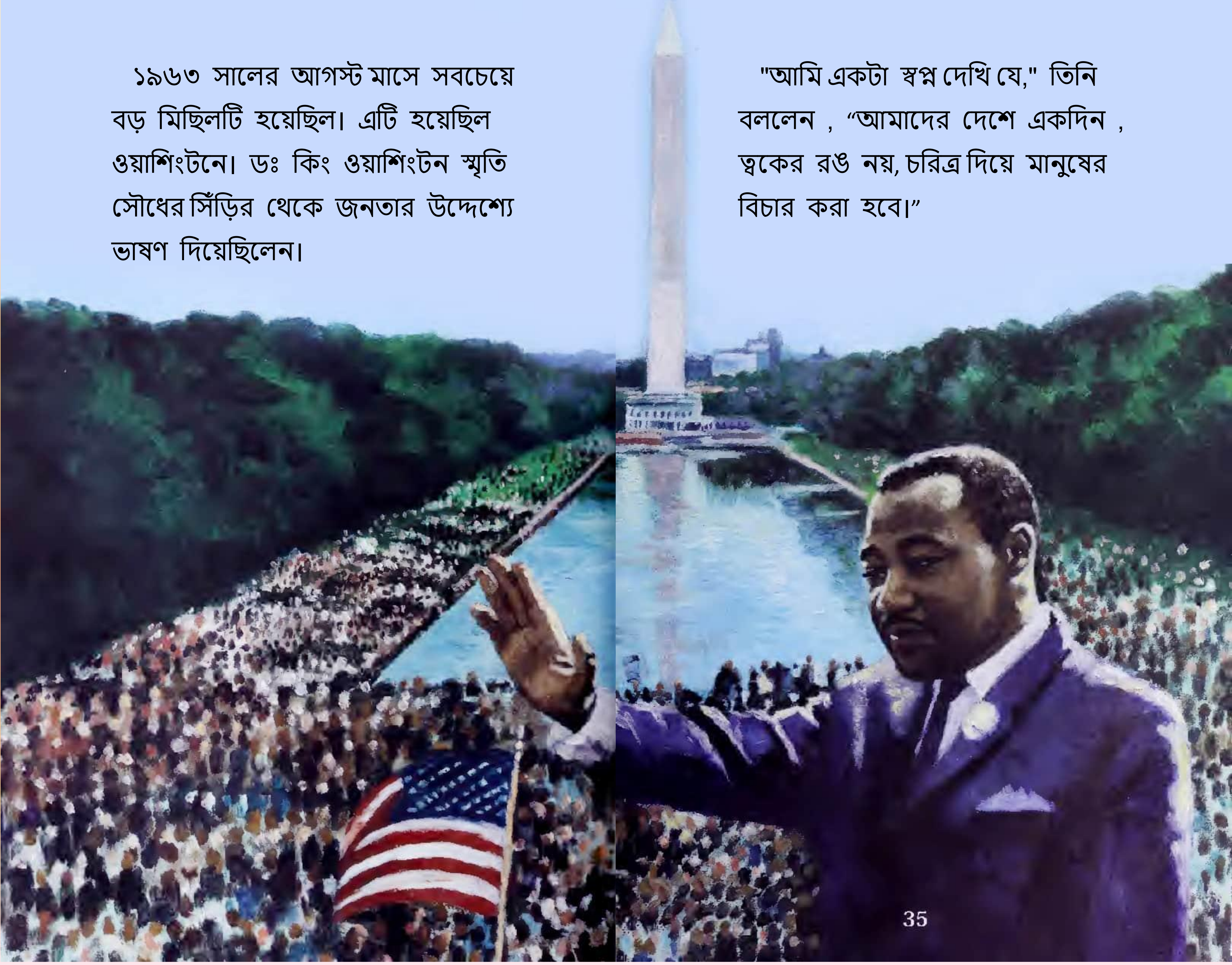


এরকমই জায়গায় জায়গায় বয়কট এবং স্বাধীনতা মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল।



১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে সবচেয়ে বড় মিছিলটি হয়েছিল। এটি হয়েছিল ওয়াশিংটনে। ডঃ কিং ওয়াশিংটন স্মৃতি সৌধের সিঁড়ির থেকে জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন।

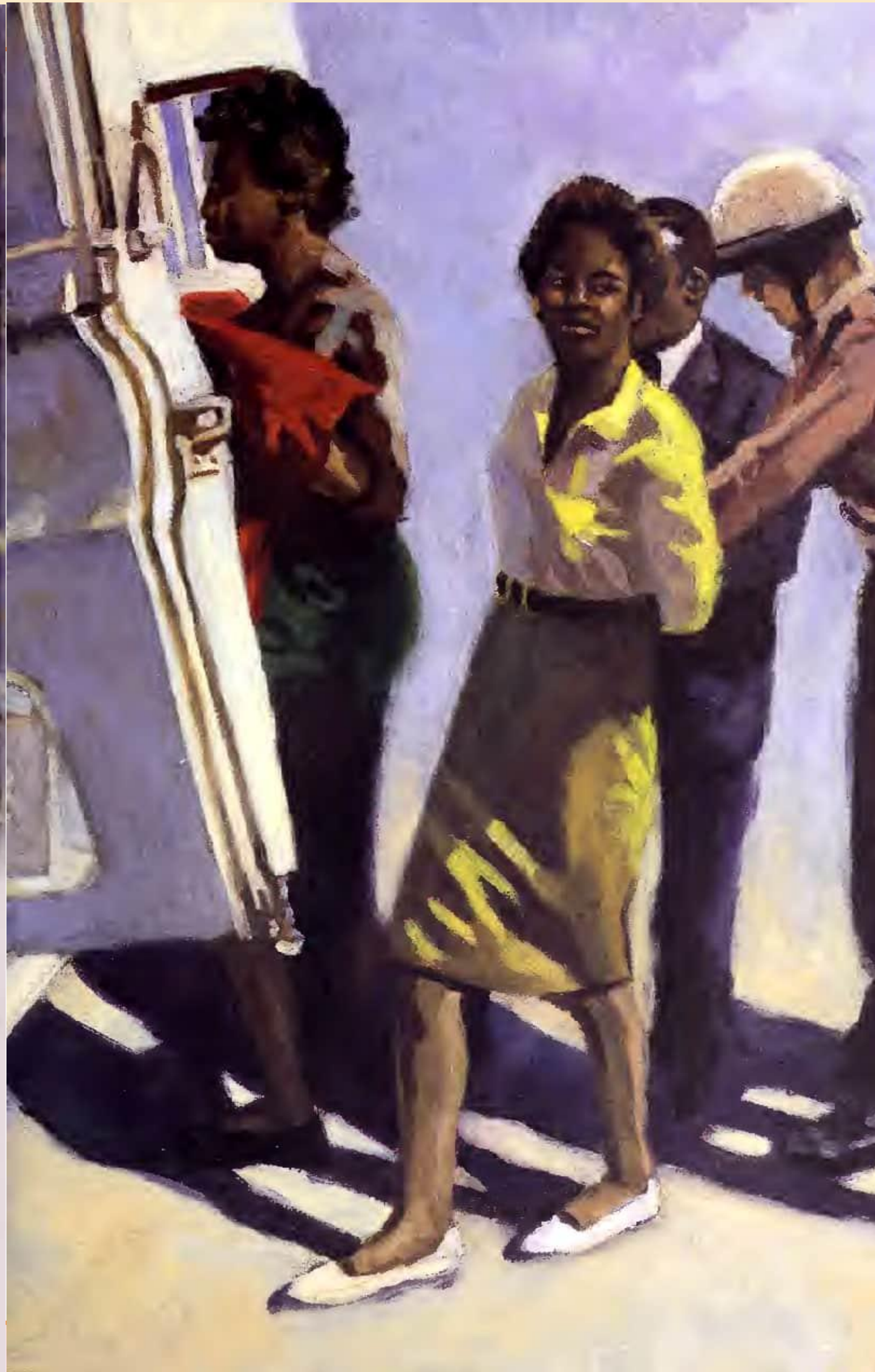
"আমি একটা স্বপ্ন দেখি যে," তিনি বললেন , "আমাদের দেশে একদিন , ত্বকের রঙ নয়, চরিত্র দিয়ে মানুষের বিচার করা হবে।"





ডঃ কিং নাগরিক অধিকারের জন্য এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি আইন প্রণেতা এবং রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করেন। তিনি সর্বদাই শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।

তিনি বলতেন, "যদি তোমাকে কেউ ধাক্কা দেয়, তুমি তাকে ধাক্কা দিও না। যদি তোমাকে কেউ আঘাত করে, তাহলে পাল্টা আঘাত করো না।"



তিনি তাঁর অনুসারীদের ভালোবাসা দিয়ে ঘৃণার বিরুদ্ধে লড়াই করতে শিখিয়েছিলেন।

তিনি সর্বদাই পরম শক্তির সঙ্গে শান্তি রক্ষায় ব্রতী ছিলেন। তাঁর ভালো কাজের জন্য, ডঃ কিংকে ১৯৬৪ সালে নোবেল শান্তি পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়।

কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় পুরষ্কার ছিল তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে পাস হওয়া আইন।





যথা , ১৯৬৪ সালের সামাজিক অধিকার আইন এবং ১৯৬৫ সালের ভোটাধিকার আইন , যা সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের অধিকার রক্ষা করে।

৫. অবশেষে স্বাধীন

১৯৬৮ সালের এপ্রিলে ডক্টর কিং টেনেসির মেমফিসে যান ।

সেখানে তিনি একটি মিছিল বের করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

তিনি চেয়েছিলেন সকল সাফাই কর্মী , হোক সে শ্বেতাঙ্গ কিম্বা কৃষ্ণাঙ্গ, সবাই সমান বেতন পা্ক।



মিছিলের আগের রাতে, তিনি তাঁর হোটেলের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

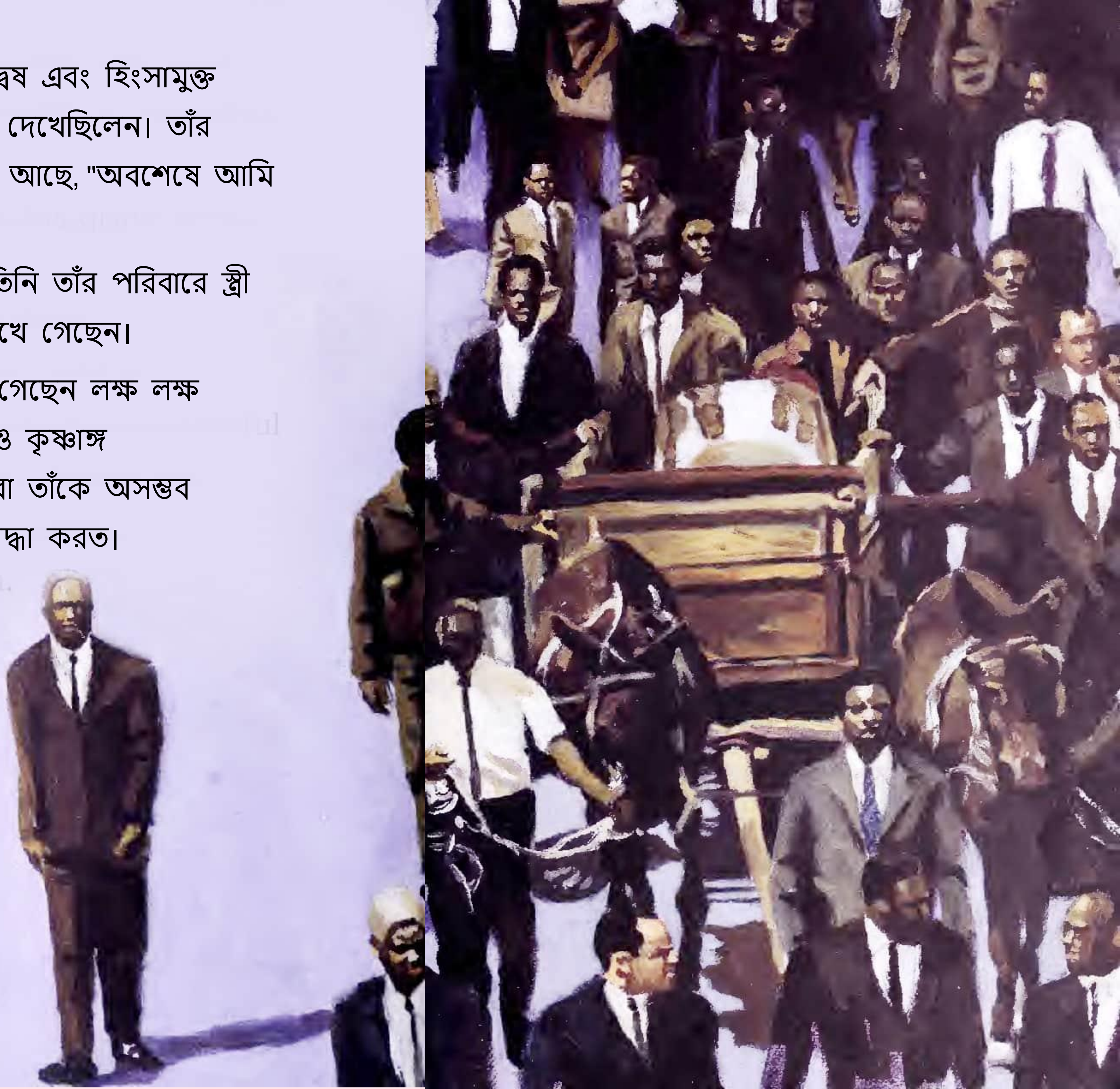
তখন, জেমস আর্ল রে নামে একজন ডঃ কিং এর ঠিক উল্টোদিকে, একটা শৌচালয়ে লুকিয়ে রাইফেল দিয়ে ডঃ কিংকে লক্ষ্য করে গুলি করে। ডঃ কিং নিহত হন।



ডঃ কিং ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং হিংসামুক্ত একটি পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর সমাধির গায়ে লেখা আছে, "অবশেষে আমি মুক্ত"।

মারা যাবার সময় তিনি তাঁর পরিবারে স্ত্রী এবং চার সন্তান রেখে গেছেন।

আর তিনি রেখে গেছেন লক্ষ লক্ষ অশ্রুসিক্ত শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের, যারা তাঁকে অসম্ভব ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত।



পরে, জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সোমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এই ছুটির দিনটিতে প্রতিটি আমেরিকান নাগরিক পরম শক্তিময় শান্তির দূত ডঃ মার্টিন লুথার কিং - এর জীবনকে উদযাপন করে।



গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি

১৫ জানুয়ারী , ১৯২৯

মার্টিন লুথার কিং জর্জিয়ার আটলান্টায় জন্মগ্রহণ করেন।

২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮

মার্টিন লুথার কিং একজন যাজক হিসেবে নিযুক্ত হন।

১৮ জুন ১৯৫৩

মার্টিন এবং কোরেটা স্কটের বিয়ে হয়।

১৯৫৫–৫৬

ডঃ কিং মন্টগোমেরি বাস বয়কটের নেতৃত্ব দেন।

২৮ আগস্ট ১৯৬৩

ডঃ কিং ওয়াশিংটনে সেই বিখ্যাত বক্তৃতা দেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন "আমার একটি স্বপ্ন আছে।"

১০ ডিসেম্বর ১৯৬৪

ডঃ কিং নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন।

৪ এপ্রিল , ১৯৬৮

জেমস আর্ল রে কর্তৃক টেনেসির মেমফিসে ডঃ কিং-এর নিধন।

১৯৮৬

মার্টিন লুথার কিং দিবসকে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা।